জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রথম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস
ড. ধীরেন্দ্র নাথ তরফদার

পরিমার্জন

রাশিদা আক্তার

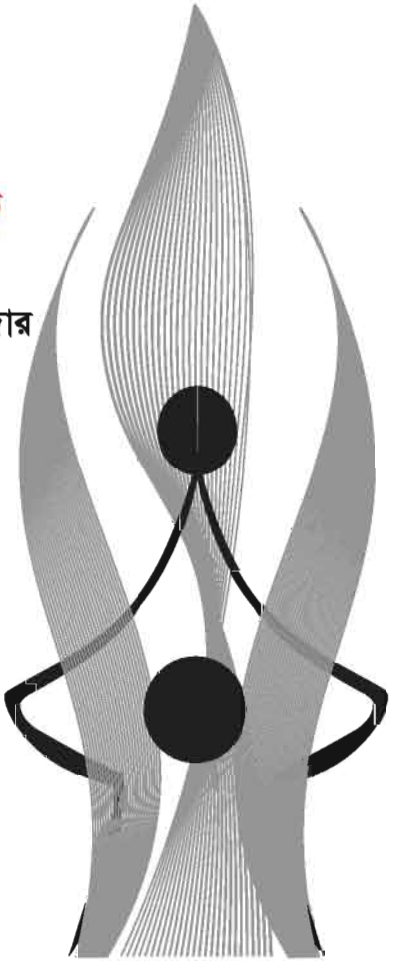

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : ২০১৬

ডিজাইন

কামরুন নাহার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিত হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

১। শ্রেণিকক্ষে যে পাঠটি উপস্থাপন করবেন সেই পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

২। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।

৩। শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেবেন।

৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।

৫। নির্দেশিকায় দেওয়া ছবি/চিত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

৬। পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজটি উপস্থাপন করাবেন।

৭। শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।

৮। হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারণসহ অর্থ শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১–৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর ও দেব-দেবী	৫–১৩
তৃতীয় অধ্যায়	মহাপুরুষ	১৪–২১
চতুর্থ অধ্যায়	সম্প্রীতি	২২–২৫
পঞ্চম অধ্যায়	নম্রতা ও ভদ্রতা	২৬–২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	সত্যবাদিতা	২৯–৩২
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা	৩৩–৪০
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	৪১–৪২
নবম অধ্যায়	মন্দির	৪৩–৪৬

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তা জেনে ঈশ্বরকে ভক্তি করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ বিশ্বের সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন তা বলতে পারবে।
১.১.২ স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে ভক্তি করবে।

পাঠ বিভাজন : ৩টি

পাঠ –১

শিখনফল

১.১.১ বিশ্বের সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ : নিসর্গদৃশ্য

বিষয়বস্তু

আমাদের পৃথিবী সুন্দর। সুন্দর এর গাছপালা। সুন্দর পশু–পাখি। সুন্দর নদ–নদী। পুকুর–খাল–বিল। সুন্দর নীল আকাশ। আকাশ ভরা গ্রহ–তারা। চারদিকে নানা রূপ। এত রূপ! এত সুন্দর! আমরা অবাক হই। মনে প্রশ্ন জাগে। কে এত সুন্দরের স্রষ্টা? কে এত রূপের স্রষ্টা? অবশ্যই এসবের একজন স্রষ্টা আছেন। আবার জামা–কাপড়, টেবিল–চেয়ার, ঘর–বাড়িসহ প্রত্যেক বস্তুর একজন নির্মাতা আছে। ছোট বস্তুর নির্মাতা আছে। বড় বস্তুর নির্মাতা আছে। বিশ্বের একজন নির্মাতা আছেন। বিশ্বের সব কিছুর একজন নির্মাতা বা স্রষ্টা আছেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে প্রথমে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। যেমন, তোমরা কেমন আছ? সবাই ভালো আছ তো? কাউকে হয়ত প্রশ্ন করবেন, তুমি আজ কী খেয়েছ? আবার কোনো শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে বলতে পারেন, তোমার জামাটাতো সুন্দর। তারপর ধীরে ধীরে নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষের তৈরি বিভিন্ন জিনিস এবং সেগুলো কারা তৈরি করে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন। যেমন–

(ক) জামা–প্যান্ট যিনি তৈরি করেন তাকে আমরা কী বলি? – দর্জি

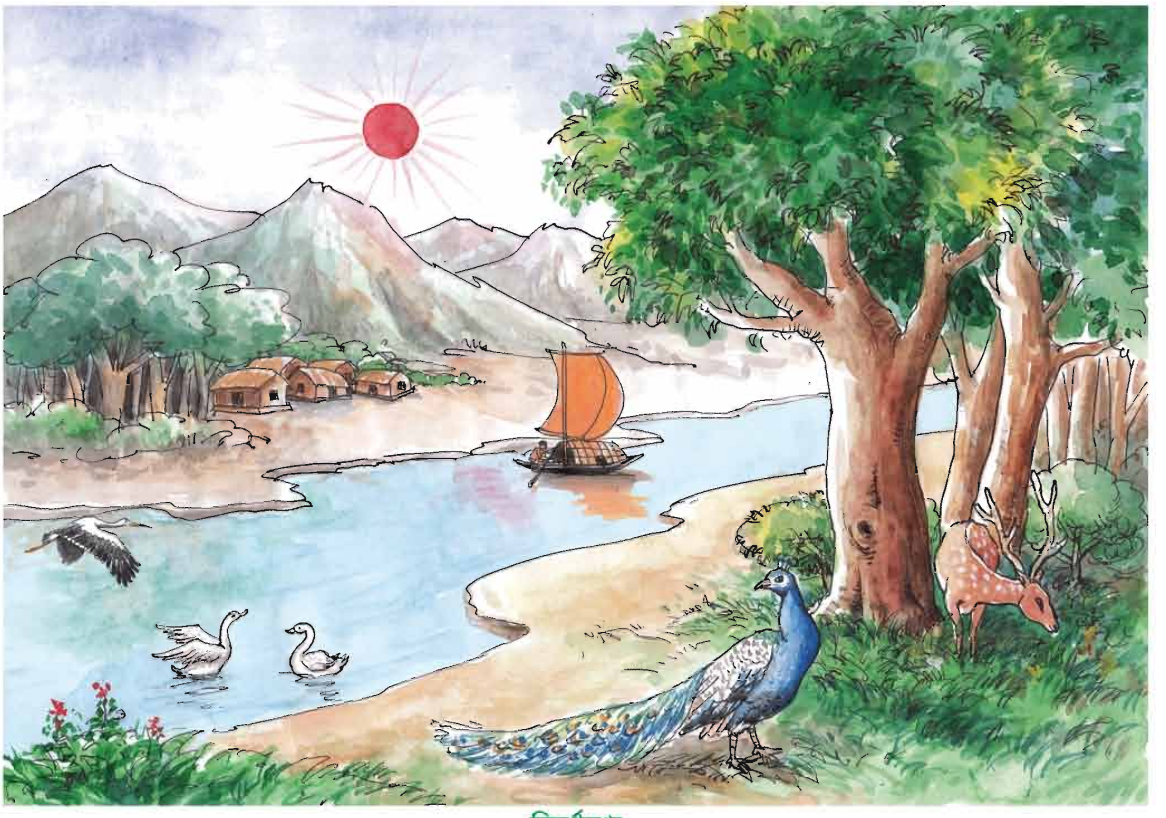

নিসর্গদৃশ্য

(খ) টেবিল চেয়ার কে তৈরি করেন? – কাঠমিস্ত্রি/ছুতার

(গ) দালানকোঠা কে তৈরি করেন? – রাজমিস্ত্রি

(ঘ) দা–কোদাল কে তৈরি করেন? – কামার

তারপর শিক্ষক বলতে পারেন, তা হলে আমরা যা কিছু দেখছি তার সবই কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছে। এরপর শিক্ষক স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা লাভে সহায়তা করবেন। একে একে তিনি চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–তারা, পশু–পাখি, নদী–সাগর, পাহাড়–পর্বত কে সৃষ্টি করেছেন তা জিজ্ঞেস করবেন এবং উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। এভাবে মানুষ এবং সবকিছুই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি তা শিক্ষার্থীদের জানতে ও বুঝতে সহায়তা করবেন। কোনো নিসর্গের ছবি দেখিয়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তার পরিচিতি সম্পর্কে ধারণা দেবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থী নিসর্গদৃশ্য বা নিসর্গদৃশ্যের ছবি দেখে ছবিতে কী আছে তা বর্ণনা করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে তার নাম বলে সেগুলো কে তৈরি করেছেন তা শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, গাছপালা, পশু–পাখি, নদী–সাগর কে সৃষ্টি করেছেন তাও শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনে ধারণাটি লাভে তারা কতটা

সফল হয়েছে তা শিক্ষক যাচাই করবেন। যারা বোঝেনি অথবা কম বুঝেছে শিক্ষক তাদের বুঝতে সহায়তা করবেন। মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। পাঠদান এবং মূল্যায়নের সময় কোনো শিক্ষার্থী ঠিকমতো বুঝতে পারছে কিনা তা শিক্ষক প্রথমে চিহ্নিত করবেন। শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং পরিবেশগত দিকসমূহ চিহ্নিত করবেন। পরে তিনি অবস্থানুযায়ী তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন।

অপারগ শিক্ষার্থীদের ডেকে শিক্ষক সস্নেহে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে তার অন্যমনস্কতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থী যতক্ষণ পাঠ বুঝতে না পারছে কিংবা নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে না পারছে ততক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

দ্রষ্টব্য

শিখন শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রাথমিক ব্যাপারগুলো একই প্রকার। বর্তমান ক্ষেত্রে এগুলো যেভাবে আলোচিত হয়েছে, পরবর্তী পাঠেও একই ধারা অব্যাহত থাকবে। প্রাসঙ্গিকভাবে নতুন কিছু আসতে পারে। শিক্ষক মহোদয় এই ধারা অনুসরণ করবেন এবং প্রয়োজনে তিনি আরও অনেক কিছু আলোচনা করতে পারেন। মূল লক্ষ্য থাকবে শিক্ষার্থীকে আলোচ্য পাঠ গ্রহণে এবং যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ সহায়তা করা।

পাঠ –২

শিখনফল

১.১.১ বিশ্বের সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ : নিসর্গদৃশ্য

বিষয়বস্তু

বিশ্বস্রষ্টার অনেক নাম। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে। ধর্মের অনেক অনুসারী আছে। বিভিন্ন ভাষা আছে। পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বস্রষ্টার বিভিন্ন নাম। ভাষা অনুসারেও স্রষ্টার অনেক নাম হয়। হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা। ঈশ্বর আকাশ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর পশু–পাখি সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নদ–নদী সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন যে বিশ্বের স্রষ্টার অনেক নাম হতে পারে। এই নাম হয় ধর্ম অনুসারে। ভাষা অনুসারেও নাম হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি অনেক ধর্ম আছে। এক এক ধর্মের অনুসারীরা স্রষ্টাকে এক এক নামে ডাকে। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বস্রষ্টাকে বলে ঈশ্বর। ইংরেজি ভাষায় স্রষ্টাকে বলে গড। বাংলাদেশের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে গড বলে, ঈশ্বরও বলে। শিক্ষক বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবেন যে সৃষ্টিকর্তা এক। কিন্তু তাঁর অনেক নাম হতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থী নিসর্গদৃশ্য বা নিসর্গদৃশ্যের ছবি দেখে ছবিতে কী আছে তা বর্ণনা করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছে কি না তার মূল্যায়ন করবেন। যেমন –

(ক) হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বস্রষ্টার নাম কী? – ঈশ্বর।
(খ) বাংলাদেশের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী বলে?– গড বা ঈশ্বর।

পাঠ– ৩

শিখনফল

১.১.২ স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে ভক্তি করবে।

উপকরণ : নিসর্গদৃশ্য

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল করেন। তিনি আমাদের বাতাস দিয়েছেন। আলো দিয়েছেন। জল দিয়েছেন। ফুলফল দিয়েছেন। খাদ্য দিয়েছেন। এসব দিয়েছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। তিনি মহান। তিনি অনেক বড়। আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব। ঈশ্বরকে ভালোবাসব। ঈশ্বরকে ভক্তি করব । ঈশ্বরকে ভালোবাসলে আমরা ভালো থাকব। ঈশ্বরকে ভক্তি করলে আমাদের মঙ্গল হবে।। ঈশ্বরকে ভালোবাসলে, ঈশ্বরকে ভক্তি করলে আমাদের মানসিক উন্নতি হবে। আমাদের নৈতিক উন্নতি হবে। আমাদের সকল প্রকার উন্নতি হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক আলোচ্য পাঠের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন যে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য সবকিছু দিয়েছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁকে বিশ্বাস ও ভক্তি করব। তাঁকে বিশ্বাস ও ভক্তি করলে আমরা ভালো থাকব, সুন্দর থাকব।

পরিকল্পিত কাজ

এ পাঠটিতে কোনো পরিকল্পিত কাজ নেই ।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছে কিনা তার মূল্যায়ন করবেন। যেমন, কে আমাদের মঙ্গল করেন? – ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ভালোবাসলে কী হয়? – আমাদের মঙ্গল হয়। ঈশ্বরকে আমরা ভক্তি করব কেন? – ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর আমাদেরপালন করেন, মঙ্গল করেন। তাই আমরা তাঁকে ভক্তি করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর ও দেব–দেবী

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ঈশ্বরের আরেকটি নাম বলতে পারবে, কয়েকজন দেব–দেবীর নাম বলতে পারবে, তাঁদের ছবি ও প্রতিমা দেখে চিনতে পারবে এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বরের একাধিক নাম বলতে পারবে।
২.১.২ কয়েকজন দেব–দেবীর নাম বলতে পারবে।
২.১.৩ দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা দেখে তাঁদের চিনতে পারবে।
২.১.৪ দেব–দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩টি

পাঠ–১

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বরের একাধিক নাম বলতে পারবে।
২.১.২ কয়েকজন দেব–দেবীর নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর অসীম ক্ষমতা। তিনি নিরাকার। আবার সাকারও হতে পারেন। তিনি যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। বিভিন্ন রূপে তিনি বিভিন্ন কাজ করে থাকেন। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন। বিষ্ণুরূপে তিনি পালন করেন। শিবরূপে তিনি ধ্বংস করেন। ঈশ্বরের আর এক নাম ভগবান। দেব–দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রকাশ। সাকার রূপে তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, দুর্গা এবং আরও বহুরূপে বিরাজ করে থাকেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঈশ্বর কী তা বলবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়ে বলবেন। ঈশ্বরের আরেকটি নাম

বলবেন। ঈশ্বরের সাকার রূপ যে দেব–দেবী তা তিনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং নাম জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। যদি ভুল হয়, শিক্ষক তা সংশোধন করে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পাঠ কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য তিনি শিশুদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

(ক) সৃষ্টিকর্তা কে?
(খ) ঈশ্বরের আর একটি নাম বল।
(গ) ঈশ্বরের সাকার রূপ কী?
(ঘ) কয়েকজন দেব–দেবীর নাম বল।

পাঠ–২

দেব–দেবী

শিখনফল

২.১.৩ দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা দেখে তাঁদের চিনতে পারবে।
২.১.৪ দেব–দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ : কয়েকজন দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা।

বিষয়বস্তু

দেবতারা আমাদের মঙ্গল করেন। লক্ষ্মী ধন দেন। সরস্বতী বিদ্যা দান করেন। দুর্গা বিপদে রক্ষা করেন। এজন্য আমরা প্রতিদিন তাঁদের স্মরণ করি। পূজা করি। তাঁদের নিকট প্রার্থনা করি। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে আমাদের মঙ্গল হয়। আমরা দেব–দেবীকে ভক্তি করব। তাঁদের শ্রদ্ধা করব। কয়েকজন দেব–দেবীর নাম, ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

লক্ষ্মী দেবী

লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। তাঁর গায়ের বর্ণ গৌরবর্ণ। বাহন পেঁচা। তাঁর এক হাতে থাকে ধনভাণ্ডার, অন্য হাতে থাকে বরাভয়।

লক্ষ্মী দেবী

সরস্বতী দেবী

সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। তাঁর গায়ের বর্ণ শুভ্র। শ্বেত হংস তাঁর বাহন। তাঁর এক হাতে থাকে বীণা। অন্য হাতে থাকে পুস্তক। তিনি জ্ঞান ও বিদ্যা দান করেন।

সরস্বতী দেবী

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন তখন পাঠ অনুযায়ী দেব–দেবীর ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবেন। এরপর ছবি দেখিয়ে তাঁদের নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। ভুল হলে শিক্ষক শুদ্ধ করে দেবেন। কার বাড়িতে কী ছবি বা প্রতিমা আছে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। লক্ষ্মীদেবী আমাদের ধন দেন। সরস্বতী দেবী আমাদের জ্ঞান ও বিদ্যা দেন। তাই আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করব। কাছাকাছি মন্দির থাকলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে মন্দিরে যাবেন। সেখানকার দেবতাকে চিনিয়ে দেবেন এবং পূজা কীভাবে হয় তা দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাঁদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবেন।

(ক) দেবতারা আমাদের কী করেন?
(খ) সরস্বতী আমাদের কী দান করেন?
(গ) ধন–ঐশ্বর্যের দেবী কে?
(ঘ) লক্ষ্মীর বাহন কে?
(ঙ) সরস্বতীর হাতে কী থাকে?
(চ) আমরা লক্ষ্মীকে শ্রদ্ধা করব কেন?
(ছ) আমরা সরস্বতীকে শ্রদ্ধা করব কেন?

পাঠ–৩

শিখনফল

২.১.৩ দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা দেখে তাঁদের চিনতে পারবে।
২.১.৪ দেব–দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

কয়েকজন দেব–দেবীর ছবি বা প্রতিমা

বিষয়বস্তু

কার্ত্তিক দেবতা

কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তাঁর গায়ের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর বাম হাতে থাকে ধনুক। ডান হাতে তীর। তাঁর বাহন ময়ূর।

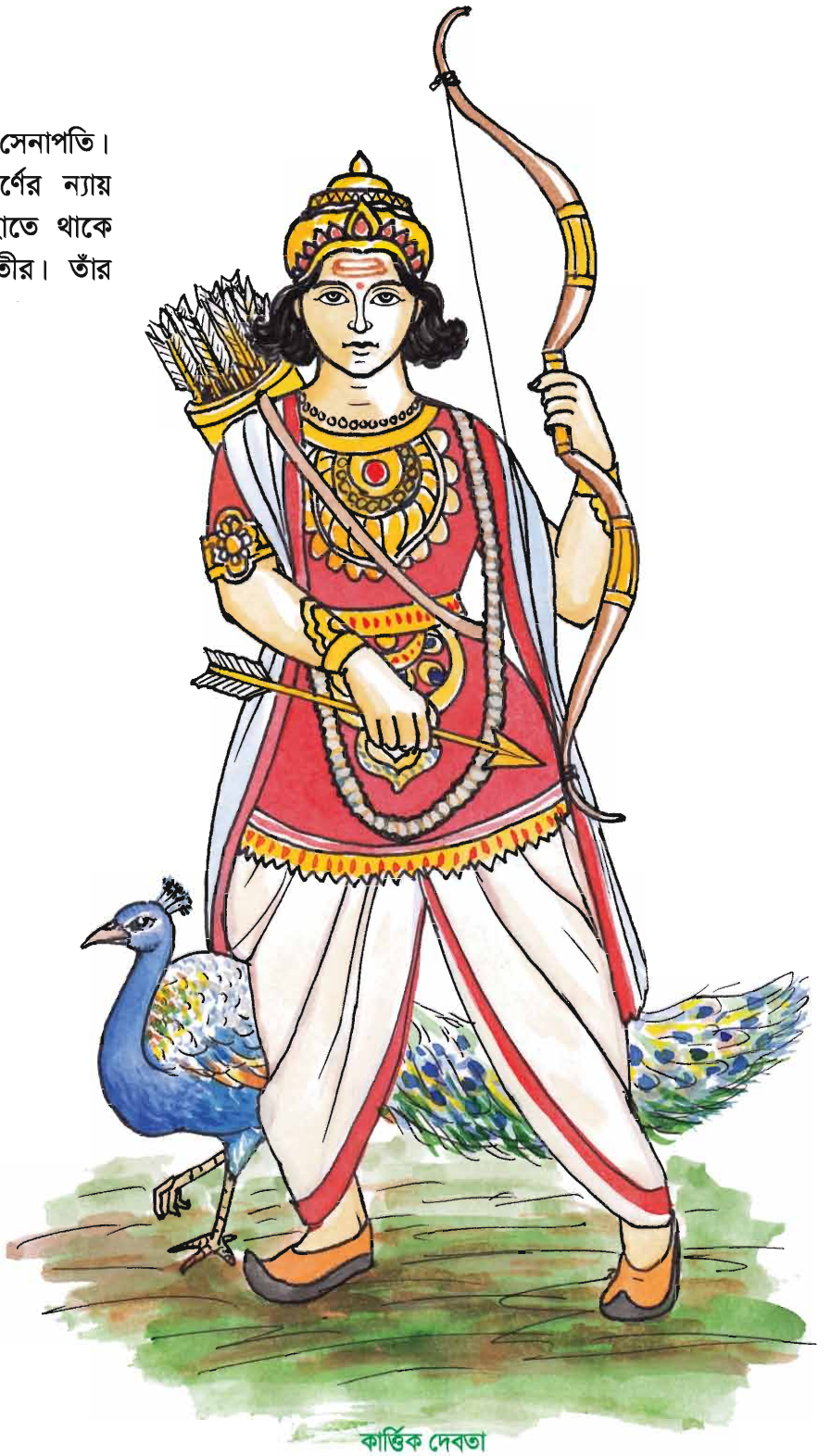

কার্ত্তিক দেবতা

গণেশ দেবতা

গণেশ সিদ্ধিদাতা। গণেশের চারটি হাত। গায়ের রং রক্তবর্ণ। তাঁর বাহন ইঁদুর।

গণেশ দেবতা

দেবী দুর্গা

দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। তাঁর গায়ের রং স্বর্ণ বর্ণ। দশ হাত। দশ হাতে দশটি অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁর বাহন সিংহ।

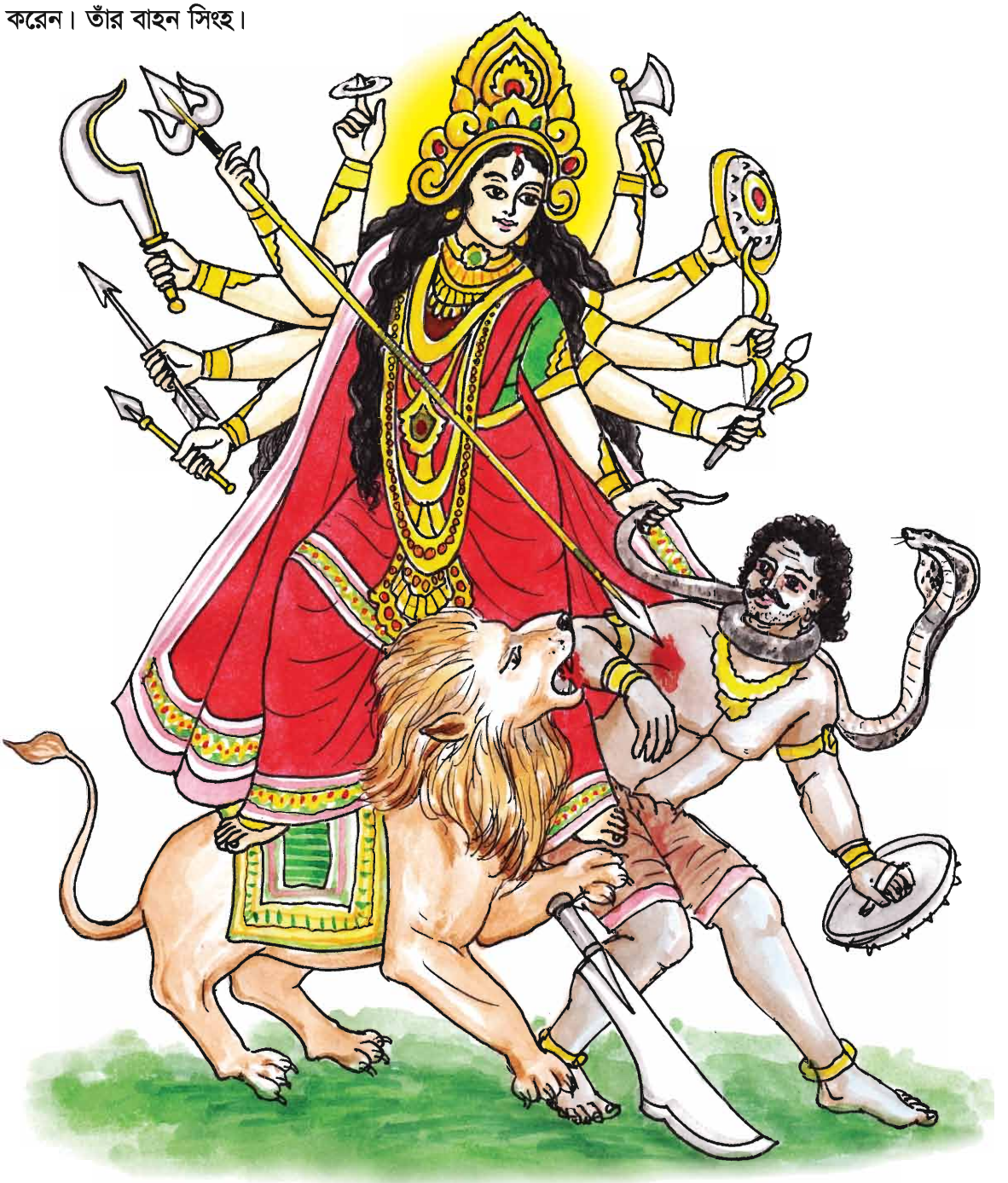

দেবী দুর্গা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন তখন পাঠ অনুযায়ী সেই দেব–দেবীর ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবেন। এরপর ছবি দেখিয়ে তাঁদের নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। ভুল হলে শিক্ষক শুদ্ধ করে দেবেন। কার বাড়িতে কী ছবি বা প্রতিমা আছে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। শিক্ষক আরও বলবেন, দেবতা কার্ত্তিকের কাছ থেকে আমরা পাই সাহস। দেবতা গণেশ আমাদের দেন কাজে সফলতা। দেবী দুর্গা আমাদের দেন শক্তি। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করব। কাছাকাছি মন্দির থাকলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে মন্দিরে যাবেন। সেখানকার দেবতাকে চিনিয়ে দেবেন এবং পূজা কীভাবে হয় তা দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন দেব–দেবীর ছবি ও প্রতিমা সংগ্রহ করবে। শিক্ষক নিজে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাবেন অথবা অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে দেব–দেবীর প্রতিমা দেখবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে বিভিন্ন দেব–দেবীর ছবি ঝুলিয়ে পাঠে বর্ণিত দেব দেবীদের ছবি চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) দেবসেনাপতির নাম কী?
(খ) কার্ত্তিকের বাহন কে?
(গ) গণেশের কয়টি হাত ?
(ঘ) গণেশের হাতে কী আছে?
(ঙ) তাঁর বাহন কে?
(চ) দুর্গার কয়টি হাত?
(ছ) সিংহ কার বাহন?
(জ) আমরা কার্ত্তিককে শ্রদ্ধা করব কেন?
(ঝ) আমরা গণেশকে শ্রদ্ধা করব কেন?
(ঞ) আমরা দুর্গাকে শ্রদ্ধা করব কেন?

তৃতীয় অধ্যায়
মহাপুরুষ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ পাঁচজন মহাপুরুষের নাম বলতে পারবে, ছবি দেখে তাঁদের চিনতে পারবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

শিখনফল

৩.১.১ কাদের মহাপুরুষ বলে তা বলতে পারবে।
৩.১.২ পাঁচজন মহাপুরুষের নাম বলতে পারবে।
৩.১.৩ উল্লিখিত মহাপুরুষের ছবি দেখে তাঁদের চিনতে পারবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

পাঠ বিভাজন : ৩টি

পাঠ–১

শিখনফল

৩.১.১ কাদের মহাপুরুষ বলে তা বলতে পারবে।
৩.১.২ পাঁচজন মহাপুরুষের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

মহাপুরুষদের ছবি।

বিষয়বস্তু

মহাপুরুষ

মানুষ সামাজিক জীব। সে সব সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না। সমাজ ও দেশের কথা ভাবেন। অন্যান্য জীব–জন্তুর কথাও ভাবেন। কীভাবে সমাজ ও দেশের মঙ্গল হবে সে বিষয়ে চিন্তা করেন এবং তার জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এরূপ মহৎ গুণের অধিকারী মানুষকে মহাপুরুষ বলে। সাধারণ মানুষ চিরকাল তাঁদের স্মরণ করে। তাঁদের অনুসরণ করে মানুষ ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাঁদের অনুসরণে, জীবনীপাঠে আমাদের নীতিশিক্ষা হয়। আমাদের নৈতিকশক্তির বৃদ্ধি হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও ঠাকুর শ্রী অনুকূলচন্দ্র এঁরা সকলেই মহাপুরুষ। মহাপুরুষেরা আমাদের জন্য, দেশের জন্য অনেক অবদান রেখেছেন। এ জন্য আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাব। তাঁদের পথ অনুসরণ করে জনগণের সেবা করব। আমরা নৈতিক গুণে শক্তিশালী হব।

কয়েকজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো :

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতার নাম শচীদেবী। তাঁদের দুই পুত্র। বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের অপর নাম নিমাই। নিমাই শ্রী চৈতন্যের বাল্যনাম। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় শ্রী চৈতন্য। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। জীবনের শেষ সময় তিনি পুরীতে কাটান। ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রী চৈতন্য পরলোক গমন করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

চৈতন্যদেব বলেছেন– সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের আদর্শ অনুসরণ করব এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সংগৃহীত মহাপুরুষদের ছবি দেয়ালে টাঙাবেন। তাঁদের নাম বলবেন। মহাপুরুষ কাকে বলে তা বোঝাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবি দেখিয়ে নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ভুল করলে শিক্ষক তা

শুদ্ধ করে দেবেন। তিনি শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাদের বাড়িতে কোনো মহাপুরুষের ছবি আছে কি না? যদি থাকে, তাহলে সেটা কার ছবি ? ইত্যাদি। আলোচনার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঁচজন মহাপুরুষের ছবি সংগ্রহ করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

প্রতি পাঠের শেষে শিক্ষক অর্জিত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এ ব্যাপারে তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) মহাপুরুষ কাকে বলে?
(খ) পাঁচজন মহাপুরুষের নাম বল?
(গ) শ্রীচৈতন্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ঘ) শ্রীচৈতন্যের আরেক নাম কি?
(ঙ) শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্মের নাম কি?

পাঠ–২

শিখনফল

৩.১.৩ উল্লিখিত মহাপুরুষের ছবি দেখে তাঁদের চিনতে পারবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

উপকরণ

মহাপুরুষদের ছবি।

বিষয়বস্তু

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। তাঁরা হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে বাস করতেন। শিশুকালে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। তাঁর স্ত্রীর নাম সারদা দেবী। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিদ্ধা ভৈরবীর নিকট দীক্ষা নেন এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পরে তিনি তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। তোতাপুরী তাঁর নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্র। ছোটবেলায় তাঁকে সবাই 'বিলে' নামে ডাকত। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। খেলাধুলায়, গান–বাজনায়ও ছিলেন খুব পারদর্শী। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নির্ভীক। তিনি অল্প বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমেরিকার শিকাগো শহরে যান এবং বক্তৃতা দেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি ঢাকা আসেন এবং বক্তৃতা দেন। তাঁর প্রধান বাণী–

"জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সংগৃহীত মহাপুরুষদের ছবি দেয়ালে টাঙাবেন। এ সকল ছবির মধ্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিকেকানন্দের ছবি চিহ্নিত করতে বলবেন। তিনি প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবি দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কোনটি কার ছবি? তারা উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীরা ভুল করলে শিক্ষক তা শুদ্ধ করে দেবেন। তিনি শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাদের ঘরে কোনো মহাপুরুষের ছবি আছে কি না। কার ছবি আছে? ইত্যাদি। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের কথা বলে তাঁদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঁচজন মহাপুরুষের ছবি সংগ্রহ করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য নাম কী?
(খ) তাঁর পিতার নাম কী?
(গ) সারদা দেবী কে ছিলেন?
(ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ কার কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন?
(ঙ) স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য নাম কী?
(চ) তিনি কত সালে ঢাকা আসেন?
(ছ) তাঁর প্রধান বাণীটি কী?

পাঠ–৩

শিখনফল

৩.১.৩ উল্লিখিত মহাপুরুষদের ছবি দেখে তাঁদের চিনতে পারবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

বিষয়বস্তু

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারাসাতের কচুয়া গ্রামে ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামকানাই ঘোষাল। মাতার নাম কমলা দেবী। উপনয়নের পর বন্ধু বেণীমাধব ও লোকনাথ ভগবান গাঙ্গুলীর সাথে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ব্রহ্মচর্য পালন ও সাধনার পর কাশীধামে চলে যান। সেখানে যোগী হিতলালের তত্ত্বাবধানে তাঁরা হিমালয়ে যান। সেখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। হিতলালের নির্দেশে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে আসেন। বারদীতে তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ১৬০ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

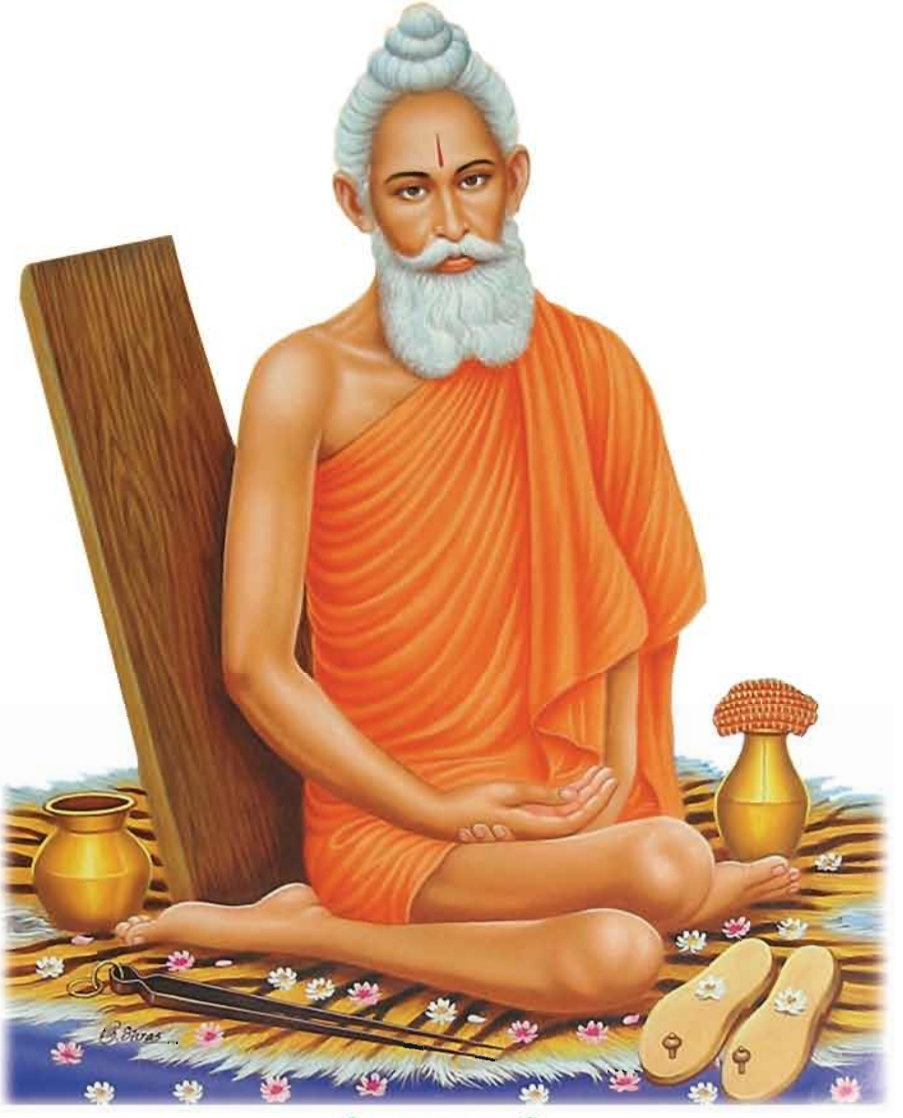

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

তাঁর প্রধান বাণী–

"রণে–বনে–জলে–জঙ্গালে যখনই বিপদে পড়বি
আমাকে স্মরণ করবি, আমি তোকে রক্ষা করব।"

ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র

ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র

ঠাকুর শ্রী অনুকূলচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবচন্দ্র চক্রবর্তী। মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। তাঁরা দরিদ্র ছিলেন। তাই সংসারের হাল ধরতে তিনি চিকিৎসা পেশা গ্রহণ করেন। তিনি 'সৎসঙ্গ' নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃত মানুষ তৈরি করা। তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে দেয়ালে উল্লিখিত মহাপুরুষদের ছবি টাঙাবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন ছবিগুলো তারা চেনে কি না। ছবি দেখিয়ে তাঁদের নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। ভুল বললে শিক্ষক শুদ্ধ করে দেবেন। শিক্ষক কোনো মহাপুরুষের নাম বলে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন কোন ছবিটি ঐ মহাপুরুষের।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঁচজন মহাপুরুষের ছবি সংগ্রহ করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(খ) তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(গ) তাঁর বন্ধুর নাম কি?
(ঘ) তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?
(ঙ) তিনি বাংলাদেশের কোথায় আসেন?
(চ) ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নাম কি?
(ছ) অনুকূলচন্দ্রের পিতার নাম কি?
(জ) শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রধান বাণী কী?
(ঝ) লোকনাথ ব্রহ্মচারী কত বছর জীবিত ছিলেন?
(ঞ) আমরা শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীকে শ্রদ্ধা করব কেন?
(ট) আমরা ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করব কেন?

চতুর্থ অধ্যায়
সম্প্রীতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ সকল ধর্মাবলম্বী সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করে সম্প্রীতির মানসিকতা অর্জন করবে।

শিখনফল

৪.১.১ সম্প্রীতির ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.১.২ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.১.৩ উপলব্ধি করবে ও বলতে পারবে যে সকল সমবয়সী তার বন্ধু।
৪.১.৪ সকল সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩টি

পাঠ–১

শিখনফল

৪.১.১ সম্প্রীতির ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.১.২ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ

সবাই এক সঙ্গে খেলাধুলা করছে বা এক সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে এরূপ কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

সম্প্রীতি হলো ভালোবাসা। মিলেমিশে থাকা। আমরা পরিবারে সবাই একসঙ্গে বাস করি। মা–বাবা, ভাই–বোনের সঙ্গে বাস করি। আমাদের আত্মীয়–স্বজন আছে। অতিথি আছে। আছে পাড়া প্রতিবেশী। আছেন আমাদের শিক্ষক–শিক্ষিকা। আছে সহপাঠী বন্ধুরা। সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হয়। একসঙ্গে থাকতে হয়। একসঙ্গে থাকলে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে হয়। ভালোবাসতে হয়। সবার এক সঙ্গে থাকা, একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস, ভালোবাসাই হলো সম্প্রীতি।

আমরা একসঙ্গে একটা সমাজে বাস করি। আমাদের অনেক সমস্যা আছে। বিপদ–আপদ আছে। একার পক্ষে সব সমস্যা ও বিপদের সমাধান করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে সমাধান করতে হয়। একে অন্যকে সাহায্য করতে হয়। পাশে দাঁড়াতে হয়। সহানুভূতি জানাতে হয়। সম্প্রীতি না থাকলে এটা সম্ভব নয়। সম্প্রীতি থাকলে আমাদের জীবন সুন্দর হয়। বিপদ থেকে রক্ষা পাই। সব সমস্যার সমাধান হয়। সম্প্রীতি আমাদের নৈতিক শক্তি বাড়ায়।

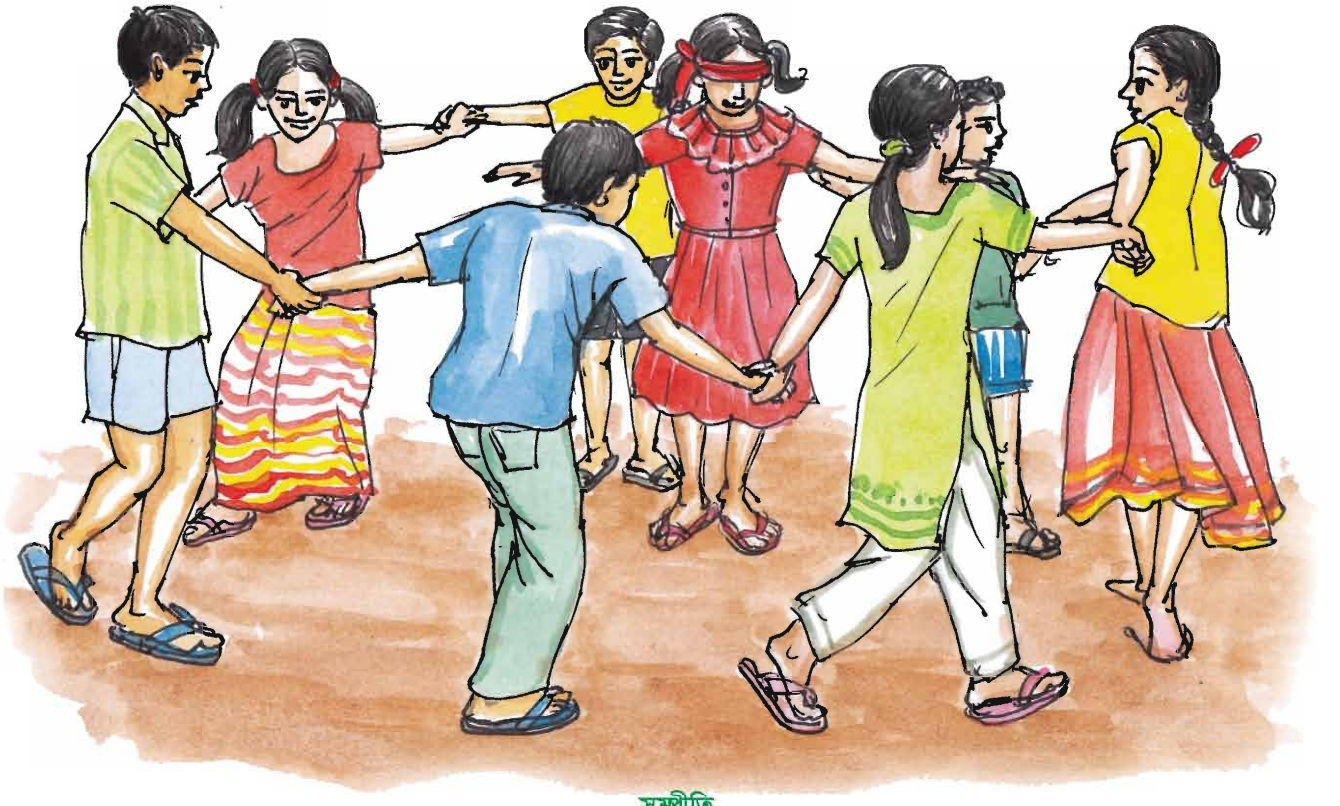

সম্প্রীতি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠের ভিত্তিতে এবং আরও নানা উপায়ে শিক্ষার্থীদের সম্প্রীতির বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন। সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে আমরা কখনও একা একা সবকিছু করতে পারি না। অন্যের সাহায্য নিতেই হয়। এজন্য একের সঙ্গে অন্যের সুন্দর সম্পর্ক থাকতে হবে। শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন যে বড়দের শ্রদ্ধা করতে হয়। ছোটদের স্নেহ করতে হয়। সবাইকে ভালোবাসতে হয়। ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি পাঠটি শিক্ষার্থীদর বোধগম্য করতে যত্নশীল হবেন। যেমন–

(ক) আমরা কোথায় বাস করি? – পরিবারে
(খ) সবার কীভাবে থাকতে হয়? – মিলেমিশে
(গ) কেমন করে সমস্যার সমাধান করতে হয়? – সবাই মিলে
(ঘ) সম্প্রীতি থাকলে জীবন কীরূপ হয়? – সুন্দর হয়

পরিকল্পিত কাজ

একসঙ্গে খেলাধুলা করা। একসঙ্গে কোথাও যাওয়া, একসঙ্গে কোনো অনুষ্ঠান দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

এই পর্যবেক্ষণ এবং পাঠের ভিত্তিতে নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। সম্প্রীতির ভাবনাটি তিনি শিক্ষার্থীর অন্তরে প্রবেশ করাতে সচেষ্ট হবেন।

পাঠ–২

শিখনফল

৪.১.৩ উপলব্ধি করবে ও বলতে পারবে যে সকল সমবয়সী তার বন্ধু।

উপকরণ: সম্প্রীতিমূলক কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

দিনের অনেকটা সময় আমরা বিদ্যালয়ে থাকি। একই শ্রেণিতে আমরা একে অন্যের সহপাঠী। আমরা সমবয়সী। আমাদের আরও সমবয়সী আছে। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে আছে। পাড়ায় আছে। আমাদের গ্রামে আছে। আমাদের মহল্লায় আছে। প্রত্যেক সমবয়সী আমাদের বন্ধু। বন্ধুর দুঃখের সময় আমরা তার পাশে দাঁড়াব। সুখের সময় একসঙ্গে আনন্দ করব। কোনো সময় বন্ধুকে দুঃখ দেব না। আমাদের ধর্ম পৃথক হতে পারে। আমাদের পোশাক ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু আমরা সবাই বন্ধু। কেউ কাউকে আঘাত করব না। মনে কষ্ট দেব না। সবাই সবাইকে ভালোবাসব। আমরা সবাই মানুষ। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠের ভিত্তিতে বুঝিয়ে বলবেন যে, সকল সমবয়সী শিক্ষার্থীরা পরস্পরের বন্ধু। এক বন্ধুর সঙ্গে কখনও অন্য বন্ধুর ঝগড়া করতে নেই। বন্ধুর বিপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে হয়। এভাবে বন্ধুত্বের ব্যাপারটি বুঝিয়ে সম্প্রীতির ধারণাটিকে তিনি আরও দৃঢ় করবেন পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি।

পরিকল্পিত কাজ

বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করা। বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠান দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠের অনুশীলন এবং শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ–৩

শিখনফল

৪.১.৪ সকল সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

সবাই একসঙ্গে খেলাধুলা করছে বা একসঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে এরূপ কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা সহপাঠীরা একে অপরের বন্ধু। আমরা একসঙ্গে খাব। পাশাপাশি বসব। একসঙ্গে খেলাধুলা করব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এক সঙ্গে যাব। একজনের বিপদে আর একজন পাশে দাঁড়াব। কে কোন ধর্মের তা দেখব না। কে কী পোশাক পরেছে তা দেখব না। কে গরিব, কে ধনী তা দেখব না। কেউ কাউকে হিংসা করব না। সকলকে ভালোবাসব। আমরা একজন আর একজনের বন্ধু। আমরা মিলেমিশে থাকব। মিলেমিশে থাকলে আমাদের মঙ্গল হবে। মিলেমিশে থাকলে আমরা নৈতিকভাবে শক্তিশালী হব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষ পাঠের ভিত্তিতে এবং প্রাসঙ্গিক নানা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন যে, সকল সহপাঠী ও বন্ধু–বান্ধবদের একসঙ্গে খেলতে হয়, এক সঙ্গে খেতে হয়, একসঙ্গে অনুষ্ঠান দেখতে হয়, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। এভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতির ধারণাটি সমৃদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সবাই একসঙ্গে খেলাধুলা করছে বা একসঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে এরূপ কোনো ছবি শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করবে। শিক্ষক নিজে শিক্ষার্থীদের কোনো অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীরা কতটুকু পাঠ আয়ত্ত করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের আচরণ, মানসিকতা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। তারপর তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীদের তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) সকল সহপাঠী তোমার কী হয়?
(খ) একজনের বিপদে তোমরা কী করবে? কোনো সত্যবাদিতার ঘটনা শেণিকক্ষে বলবে।
(গ) তোমরা কীভাবে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে যাও?
(ঘ) দুর্গাপূজা, ঈদ, বৌদ্ধপূর্ণিমা, খ্রিষ্টমাস ডে সম্পর্কে তুমি কি জান? বল।
(ঙ) তোমার কয়েকজন বন্ধুর নাম বল ।
(চ) গরিব–দুঃখী মানুষের সঙ্গে তুমি কীরূপ ব্যবহার কর?

পঞ্চম অধ্যায়

নম্রতা ও ভদ্রতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ নম্র ও ভদ্র আচরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ নম্র ও ভদ্র আচরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে ও বলতে পারবে।
৫.১.২ সকলের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে পারবে।

নম্রতা ও ভদ্রতা

পাঠ বিভাজন : ২টি

পাঠ–১

শিখনফল

৫.১.১ নম্র ও ভদ্র আচরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : নম্রতা ও ভদ্রতা বিষয়ক কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

নম্রতা

নম্র কথাটির অর্থ হলো নত, অবনত বা প্রণত। নম্র স্বভাব ও নম্র আচরণকে বলে নম্রতা। নম্রতা মানুষের একটি প্রধান গুণ। নম্রতা ধর্মের অঙ্গ। যে নম্র আচরণ করে তাকে সবাই ভালোবাসে। ভদ্রতা ও নম্রতা একে অপরের পরিপূরক। যে ব্যক্তি অপরের সাথে নম্র ও ভদ্র আচরণ করে, সকলেই তাকে সম্মান করে ও ভালোবাসে। ঈশ্বরও তাকে ভালোবাসে। আমরা নম্র হব। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব।

এক ধরনের মানুষ আছে যারা সকল মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। সুন্দর করে কথা বলে। কাউকে দুঃখ দেয় না। কড়া কথা বলে না । তারা শান্ত–শিষ্ট, সকলকে ভালোবাসে। তারা হলো নম্র মানুষ, ভদ্র মানুষ। নম্রতা ও ভদ্রতা মানুষের নৈতিক গুণ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নম্রতা ও ভদ্রতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন। উদাহরণ দিয়ে নম্র ও ভদ্র মানুষের গুণাবলি আলোচনা করবেন। নম্র ও ভদ্র মানুষকে সবাইকে ভালোবাসে একথা সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীদের নম্র ও ভদ্র হতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নম্রতা ও ভদ্রতার পরিচায়ক কোনো ছবি সংগ্রহ করা।

মূল্যায়ন

শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছে কি না তা শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করবেন। যেমন–

(ক) নম্র কথাটির অর্থ কী?
(খ) সকলে কাকে সন্মান করে?
(গ) নম্রতা কাকে বলে?
(ঘ) আমরা সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করব?

পাঠ –২

শিখনফল

৫.১.২ সকলের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে পারবে।

উপকরণ : নম্রতা ও ভদ্রতা বিষয়ক কোনো ছবি

বিষয়বস্তু

ভদ্রতা

ভদ্রতা হচ্ছে ভালো আচরণ। চলায়–বলায় ও সাজ–পোশাকে ভদ্রতা প্রকাশ পায়। আমরা গুরুজনদের প্রণাম করি। শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে উঠে দাঁড়াই। তিনি বসতে বলার পর বসি। এ সকল আচরণই ভদ্রতা। আচরণের দ্বারা মানুষ চেনা যায়। যিনি ভদ্র, তিনি অন্যের মঙ্গল কামনা করেন। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। ভদ্রতা মানুষের একটি নৈতিক গুণ। ধর্মেরও অঙ্গ। যারা ভদ্র, সকলেই তাদের ভালোবাসে। সম্মান করে। আমরা সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব। আমরা ভদ্র হব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ভদ্রতা কী তা বোঝাবেন? উদাহরণ দিয়ে ভদ্র মানুষের গুণাবলি বুঝিয়ে বলবেন। ভদ্র মানুষকে সকলেই ভালোবাসে একথা বোঝাবেন। শিক্ষার্থীদের ভদ্র হতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ আচরণের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছে নম্রতা ও ভদ্রতার দৃষ্টান্ত দেবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবেন। এ বিষয়ে তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

(ক) ভদ্রতা কী ?
(খ) আমরা কীভাবে ভদ্রতা প্রকাশ করি ?
(গ) আমরা কেনো ভদ্র আচরণ করব?

ষষ্ঠ অধ্যায়

সত্যবাদিতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ সত্য কথা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে এবং তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সর্বদা সত্য কথা বলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ সত্য কথা বলার উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৬.১.২ সবসময় সত্য কথা বলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৬.১.৩ সত্যবাদিতা সম্পর্কিত কোনো ঘটনা বা উপাখ্যান বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩টি পাঠ

পাঠ–১

শিখনফল

৬.১.১ সত্য কথা বলার উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৬.১.২ সব সময় সত্য কথা বলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন অনুযায়ী।

বিষয়বস্তু

সত্যবাদিতা হলো সত্য কথা বলা । যে সত্য কথা বলে তাকে বলা হয় সত্যবাদী। সত্য কথা বললে মন ভালো থাকে। সত্য থেকে ধর্ম হয়। সত্য থেকে পুণ্যলাভ হয়। সত্য কথা বললে নৈতিক শক্তি বাড়ে। সত্যবাদীকে সকলে ভালোবাসে। ধনী হোক গরিব হোক সত্যবাদীকে সবাই শ্রদ্ধা করে। সত্যের চেয়ে বড় শক্তি নেই। সত্যকথা বলা মানুষের একটি মহৎ গুণ। সত্যবাদী চরিত্রবান হয়। সকলের চরিত্রে এ গুণ থাকা উচিত। বিপদে পড়লেও সত্য বলতে হয়। ঈশ্বর সত্যবাদীকে রক্ষা করেন। কিন্তু মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করে। মিথ্যাকথা বলা মহাপাপ। তাই আমরা সত্যবাদী হব। আমরা সবসময় সত্য কথা বলব। সত্যবাদী মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। সত্য ধর্মের একটি অঙ্গ। নৈতিকতারও অঙ্গ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে পাঠ আরম্ভ করবেন। তিনি সত্যবাদিতা বলতে কী

বোঝায় তা শিক্ষার্থীদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন। সত্যবাদীকে যে সবাই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং ঈশ্বর সত্যবাদীকে সবসময় রক্ষা করেন তা শিক্ষার্থীদের বলবেন। তিনি আরও বলবেন যে, মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। মিথ্যাবাদীকে সবাই ঘৃণা করে। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে কেউ মিশতে চায় না, মিথ্যাবাদীকে ঈশ্বর পছন্দ করেন না। তিনি ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে সত্য–মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে বলবেন। কোনো শিক্ষার্থী মিথ্যা বলার অপরাধ স্বীকার করলে শিক্ষক তাকে তিরস্কার না করে প্রশংসা করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যকথা বলতে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ আচরণ থেকে সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রতিবেশী ও অভিভাবকের মাধ্যমে এবং অন্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। কে সত্য কথা বলে আর কে মিথ্যা কথা বলে তার রেকর্ড রাখবেন এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেমন– তিনি তাদের প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায়?
(খ) কাকে সবাই ভালোবাসে?
(গ) কাকে কেউ পছন্দ করে না?
(ঘ) কে চরিত্রবান হয়?
(ঙ) ঈশ্বর কাকে ভালোবাসেন?

পাঠ–২

শিখনফল

৬.১.৩ সত্যবাদিতা সম্পর্কিত কোনো ঘটনা বা উপাখ্যান বলতে পারবে।

উপকরণ: প্রয়োজন অনুযায়ী।

বিষয়বস্তু

একজন সত্যবাদীর গল্প।

এক গ্রামে বাস করত এক কাঠুরিয়া। গ্রামটির কিছু দূরে আছে একটি বন। বনের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি নদী। কাঠুরিয়া প্রতিদিন বনে যায়। তার হাতে থাকে একটি কুঠার। কুঠার অর্থ কুড়াল। কুঠার দিয়ে সে কাঠ কাটে। কাঠ নিয়ে বাজারে যায়। বাজারে কাঠ বিক্রি করে। সেই কাঠ বিক্রির টাকায় চাল, ডাল, মাছ কিনে আনে। অর্থাৎ ঐ টাকায় তার সংসার চলে। এভাবে দিন যায়।

তারপর একদিন। কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটছে। গাছটি ছিল নদীর পাড়ে। হঠাৎ তার হাত থেকে কুঠারটি পড়ে গেল। কুঠারটি পড়ল নদীতে। নদীটি খুব গভীর। কুঠার হারিয়ে কাঠুরিয়া কাঁদতে লাগল। আজ সে কাঠ বিক্রি করতে পারবে না। টাকা পয়সাও পাবে না। তার ছেলে–মেয়ে–বৌকে না খেয়ে থাকতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে সত্যবাদী কাঠুরিয়ার গল্পটি (পাঠ–২এ বর্ণিত অংশটুকু) সুন্দর করে পড়ে শোনাবেন। তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও গল্পটি শুনবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের বলা ও শোনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি আয়ত্ত করাতে সহায়তা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা নিজের জীবন থেকে বা জানা কোনো সত্যবাদিতার ঘটনা শ্রেণিকক্ষে বলবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পাঠে বর্ণিত কাঠুরিয়ার গল্পটি শুনতে চাইবেন। তারপর তিনি পাঠের ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

যেমন,

(ক) কাঠুরিয়া প্রতিদিন কোথায় যেত?

(খ) তার হাতে কী থাকত?

(গ) কুঠারটি কোথায় পড়েছিল? ইত্যাদি।

কাঠুরিয়া ও জলের দেবতা

পাঠ–৩

শিখনফল

৬.১.৩ সত্যবাদিতা সম্পর্কিত কোনো ঘটনা বা উপ্যাখ্যান বলতে পারবে।

উপকরণ : কাঠুরিয়া ও জলের দেবতার ছবি।

বিষয়বস্তু

কাঠুরিয়া কাঁদছে। হঠাৎ জল থেকে উঠলেন জলের দেবতা। তাঁর হাতে একটি সোনার কুঠার। কুঠারটি তিনি কাঠুরিয়াকে দেখালেন। বললেন, "এটি তোমার কুঠার?" কাঠুরিয়া উত্তর দিল, "না, এটি আমার কুঠার নয়।" জলের দেবতা ডুব দিলেন। আবার উঠলেন। এবার তাঁর হাতে একটি রূপার কুঠার। দেবতা কাঠুরিয়াকে দেখিয়ে বললেন, "এটি তোমার কুঠার?" কাঠুরিয়া উত্তর দিল, "না, এটি আমার কুঠার নয়।" জলের দেবতা আবার ডুব দিলেন। আবার উঠলেন। এবার তাঁর হাতে একটি লোহার কুঠার। দেবতা কাঠুরিয়াকে দেখিয়ে বললেন, "এটি তোমার কুঠার?" কাঠুরিয়া ভালোভাবে দেখল। সে খুব আনন্দিত হলো। তারপর বলল, "হ্যাঁ, এটাই আমার কুঠার।" জলের দেবতা কাঠুরিয়াকে তার কুঠারটি দিলেন। দেবতা আরও বললেন, "কাঠুরিয়া, তুমি সত্য কথা বলেছ। তুমি সত্যবাদী। তোমার কোনো লোভ নেই। তোমার সত্য বলায় আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে সোনার ও রূপার কুঠার দুটিও দিলাম। তোমার আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তুমি সুখী হবে।" এই বলে জলের দেবতা জলে ডুব দিলেন। কাঠুরিয়া সত্যবাদিতার পুরস্কার পেল।

আমরাও কাঠুরিয়ার মতো সত্যবাদী হব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে 'সত্যবাদী কাঠুরিয়া' গল্পটির পাঠে বর্ণিত অংশটি আকর্ষণীয়ভাবে বলবেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও তিনি পাঠ্যাংশটি শুনবেন। কাঠুরিয়া কীভাবে জলের দেবতার কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তা তিনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে উত্তর শুনবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যকথা বলায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে গল্পটি উপস্থাপন করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে সত্য কথা বলে আর কে মিথ্যা কথা বলে তার রেকর্ড রাখবেন এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠের সফলতা যাচাই করবেন। যেমন–

(ক) কাঠুরিয়ার হাত থেকে কী পড়ে গিয়েছিল?
(খ) কাঠুরিয়া কি সত্যকথা বলেছিল?
(গ) জলের দেবতা কাঠুরিয়াকে কয়টি কুঠার দিয়েছিলেন?
(ঘ) জলের দেবতা কাঠুরিয়াকে সবশেষে কী বলেছিলেন?
(ঙ) এ গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং তার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ নিয়মিত পড়াশোনার সঙ্গে নিয়মিত খেলাধুলার উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.২ শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ পাওয়ার সম্পর্কের বিষয়ে বলতে পারবে।
৭.১.৩ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৬টি

পাঠ–১

শিখনফল

৭.১.১ নিয়মিত পড়াশোনার সঙ্গে নিয়মিত খেলাধুলার উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.২ শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ পাওয়ার সম্পর্কের বিষয়ে বলতে পারবে।

উপকরণ

ফুটবল, ক্রিকেট, গোল্লাছুট, হাডুডু প্রভৃতি খেলা সম্পর্কিত যে কোনো ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা পড়াশোনা করি। পড়াশোনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সবসময় পড়াশোনা ভালো লাগে না। সব সময় পড়াশোনায় মন বসে না। তাই পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলাও করতে হবে। খেলাধুলায় মন ভালো থাকে। খেলাধুলা করলে শরীর সুস্থ থাকে। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মনে সুখ থাকে। অসুস্থ মানুষের মনে আনন্দ থাকে না। সুখ থাকে না। অসুস্থ মানুষ কাজে উৎসাহ পায় না। সুস্থ মানুষ সব কাজে উৎসাহ পায়। আমরা নিয়মিত পড়াশোনা করব। নিয়মিত খেলাধুলা করব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে মূল পাঠটি আরম্ভ করবেন। তিনি বুঝিয়ে বলবেন যে সব সময় একই কাজ ভালো লাগে না। সব সময় পড়াশোনাও ভালো লাগে না। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করতে হবে। খেলাধুলা করলে শরীর সুস্থ থাকে। আর শরীর সুস্থ না

থাকলে কোনো কাজই ভালো লাগে না। দেখা যায়, যারা রোগগ্রস্ত ,যারা অসুস্থ তারা কোনো কাজেই মন দিতে পারে না। কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা কে কোন ধরনের খেলাধুলা করে তা তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং তাদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা করে এ বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সম্ভব হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠে নিয়ে যাবেন এবং তাদের খেলাধুলা পর্যবেক্ষণ করবেন।

পাঠ–২

শিখনফল

৭.১.৩ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ: ফুটবল, ক্রিকেট, গোল্লাছুট, হাডুডু প্রভৃতি খেলা সম্পর্কিত ছবি বা ফটো। কোনো সবল ও সুস্থ দেহী এবং দুর্বল ও অসুস্থ দেহী শিশুর ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

সুস্থ থাকার জন্য আমরা খেলাধুলা করব। সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা করব। লাফানো, দৌড়ানো, বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম ইত্যাদি কর্মই শরীরচর্চা। পড়াশোনা করতে হবে। শরীরচর্চাও করতে হবে। পড়াশোনা সবার আগে। পড়াশোনা বাদ দিয়ে কিছু নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চাও করতে হবে। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যই শরীরচর্চা। শরীরচর্চার অঙ্গ খেলাধুলা। শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক মহোদয় শরীরচর্চা বলতে কী বোঝায় তা বলবেন। সুস্থ থাকার জন্যই যে শরীরচর্চার প্রয়োজন এবং খেলাধুলা যে শরীরচর্চার অঙ্গ তা শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করা। মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করা ও খেলাধুলা দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা শরীরচর্চা ও খেলাধুলার গুরুত্ব ঠিকমত অনুধাবন করতে পেরেছে কি না এবং তারা নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পেরেছে কি না তা নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন

করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনে যত্নশীল হবেন।

পাঠ–৩

শিখনফল

৭.১.৩ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার ছবি সম্পর্কিত কোনো ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশে অনেক ধরনের খেলাধুলা আছে। অনেক খেলাধুলার সাথে আমরা পরিচিত। আবার অনেক খেলার নাম শুনেছি কিন্তু দেখিনি। এখানে পরিচিত কয়েকটি খেলার কথা বলা হবে। যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, গোল্লাছুট, হাডুডু।

ফুটবল

ফুটবল অতি পরিচিত খেলা। সারা বিশ্বে এটি পরিচিত। ফুটবল খেলতে বড় মাঠ লাগে। কিন্তু বড় মাঠ পাওয়া গেল না। বলও পাওয়া গেল না ।এখন কী করা! কোনো অসুবিধা নেই। ছোট জায়গায়ও খেলা যায়।

ফুটবল খেলা

জাম্বুরা দিয়ে খেলা যায়। বাবুই পাখির বাসা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বল তৈরি করা যায়। পুরানো কাপড়কে গোল করেও সুতা পেঁচিয়ে বলের আকৃতি দেয়া যায়। এ দৃশ্য গ্রামে–গঞ্জে পরিচিত। ছোটরা এভাবে খেলে। কিন্তু বড়রা ? তাদের সব নিয়ম মানতে হয়। দুইদলে এগার এগার মোট বাইশজন খেলোয়াড় থাকে। দুইদিকে দুইটি গোল পোস্ট থাকে। গোলপোস্টে একজন গোলকিপার থাকে। গোলকীপারের সামনে নির্দিষ্ট সীমা থাকে। এ সীমার মধ্যে সে হাত দিয়ে বল ধরতে পারে। আর কেউ হাত দিয়ে বল ধরতে পারে না। গোলকিপার ছাড়া সবাই সারা মাঠে খেলতে পারে। খেলা হয় ৪৫ মিনিট আর ৪৫ মিনিট মোট ৯০ মিনিট।

অর্থাৎ দেড় ঘণ্টার খেলা। একজন খেলা পরিচালনা করেন। তাকে রেফারি বলা হয়। সাইড লাইনের দুইপাশে আরও দুইজন থাকেন। তাদের লাইন্স ম্যান বলে। ফুটবল গোলের খেলা। গোল চাই। বিপক্ষ দলের গোলপোস্টে বল ঢোকাতে হবে। যারা বেশি গোল দেবে তারা জয়ী হবে। এখন কোনো পক্ষ গোল দিতে পারল না। অথবা দুপক্ষই সমান গোল দিল। তখন কী হবে? তখন খেলা ড্র হবে। তবে কোনো টুর্নামেন্টের খেলায় ড্র হওয়া চলবে না। খেলায় মীমাংসা হতেই হবে। নব্বই মিনিটের খেলায় গোল হলো না। তখন ১৫ মিনিট ১৫ মিনিট খেলা হবে। মোট ৩০মিনিট খেলা হবে। এতেও কেউ জয়ী হলো না। তখন টাই ব্রেকার হবে। উভয় পক্ষের খেলোয়াড়রা পাঁচটি করে পেনাল্টি কিক নেবে। এর মাধ্যমে জয় পরাজয় নির্ধারণ হবে। ফুটবল খুবই জনপ্রিয় খেলা। এ খেলায় প্রচুর আকর্ষণ আছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের ভিত্তিতে ফুটবল খেলা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবেন। নির্ধারিত পাঠ ছাড়াও তিনি ফুটবল খেলা সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলবেন। তিনি ফুটবলে হ্যান্ডবল, ফাউল, অফসাইড, পেনাল্টি, থ্রো ইত্যাদি সম্পর্কে বলবেন। তিনি আরও বলবেন যে ফুটবল শক্তির খেলা। ফুটবল কৌশলের খেলা। ফুটবল খেললে শরীর সুস্থ থাকে। আবার শরীর সুস্থ না থাকলে ফুটবল খেলা যায় না। শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুরা ফুটবল খেলা কতটা বুঝতে পেরেছে তা জানবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নিয়মিত ফুটবল খেলা অথবা মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অথবা খেলার মাঠে শিক্ষার্থীদের খেলা দেখে তাদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ–৪

শিখনফল

৭.১.৩ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম। ক্রিকেট খেলার কোনো ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

ক্রিকেট

ক্রিকেট একটি পরিচিত খেলা। এটি বড় মাঠে খেলা হয়। মাঠটিকে বৃত্তাকার করা হয়। সাদা রং দিয়ে সীমানায় চিহ্ন দেওয়া হয়। সীমানায় দড়িও দেওয়া হয়। দুই দলে খেলা হয়। প্রতি দলে এগার জন খেলোয়াড় থাকে। অর্থাৎ মোট বাইশ জনের খেলা। তবে বাইশ জন একসঙ্গে মাঠে থাকে না। ফিল্ডিং দেওয়া দলের এগার জন মাঠে থাকে। ব্যাটিং করা দলের দুই জন মাঠে থাকে। এই দুইজন ক্রিকেট পিচের দুই দিকে থাকে। মাঠের মাঝখানে পিচ তৈরি হয়। পিচ লম্বায় বাইশ গজ হয়। ছোটদের জন্য কুড়ি–একুশ গজও হতে পারে। পিচের দুইপাশে তিনটি করে খুঁটি থাকে, তাকে স্ট্যাম্প বলে। বোলার বল করে। ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে বল মারে। পিচের মধ্যে দুই দিকে দৌড়িয়ে রান নিতে হয়। বল মাটি ছুঁয়ে সীমানা অতিক্রম করলে চার রান হয়। একে বলে বাউন্ডারি। মাটি না ছুঁয়ে গেলে হয় ওভার বাউন্ডারি। এতে হয় ছয় রান। দুই জনে খেলা পরিচালনা করেন। এদের বলে আম্পায়ার। মাঠের বাইরে একজন থার্ড আম্পায়ারও থাকেন। টেস্ট খেলা হয় পাঁচ দিন। সীমিত ওভারে একদিনের খেলাও হয়। একদিনের খেলা বেশি জনপ্রিয়। এখন টি টুয়েন্টি খেলাও হয়। ক্রিকেট খেলায় অনেক নিয়ম কানুন আছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে ক্রিকেট খেলার পরিচিতি দেবেন। এছাড়া তিনি ক্রিকেটের আরও নিয়ম কানুনের কথা বলবেন। তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে কে কতটা ক্রিকেট সম্পর্কে জানে তা জেনে নেবেন। ক্রিকেটে কিভাবে জয়–পরাজয় হয়, তিনি বুঝিয়ে বলবেন। যে দল বেশি রান করবে তারা জয়ী হয়। তবে টেস্ট খেলার কোনো দল অল আউট না হলে খেলা অমীমাংসিত থাকে, এটাও শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন। ক্রিকেট খেলায় কত ধরনের আউট আছে তাও তিনি বুঝিয়ে দেবেন। যেমন বোল্ড আউট, স্ট্যাম্প আউট, রান আউট, ক্যাচ আউট, এলবিডব্লিউ (লেগবিফোর উইকেট) ইত্যাদি। তিনি আরও বোঝাবেন যে, খেলার মূল উদ্দেশ্য সুস্থ থাকা এবং আনন্দ পাওয়া।

পরিকল্পিত কাজ

মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলা বা খেলা দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। যার যেখানে ত্রুটি আছে শিক্ষক তা নিরাময়ের ব্যবস্থা করবেন।

পাঠ–৫

শিখনফল

৭.১.৩ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

গোল্লাছুট খেলার কোনো ছবি বা ফটো।

বিষয়বস্তু

গোল্লাছুট

গোল্লাছুট খেলা সারা বাংলাদেশেই দেখা যায়। গ্রামে–গঞ্জেই এটা বেশি দেখা যায়। সাধারণত কিশোর–কিশোরীরা গোল্লাছুট খেলে। গোল্লাছুট খেলায় অনেক খোলা জায়গার প্রয়োজন হয়। নদীর ধারে বা খোলা মাঠে খেলা হয়। দুই দলের মধ্যে খেলা হয়। প্রতি দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। পাঁচ–ছয়জন হলেই হলো। দলে একজন দলপতি থাকে। মাঠের একপ্রান্তে একটা গর্ত করা হয়। এটাই গোল্লা। পঞ্চাশ–ষাট হাত দূরে একটা সীমানা চিহ্নিত করা হয়। সীমানায় একটা ইট, পাথর বা গাছ থাকতে পারে। একদল দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্য দলের দলপতি গোল্লা ছুয়ে দাঁড়াবে। তারপর দে ছুট। ছুটে গিয়ে সীমানার গাছ বা পাথর ছুঁতে হবে। গোল্লা থেকে ছুটে যাওয়া। এজন্য এর নাম গোল্লাছুট। ছুটে যাওয়ার সময় বিপক্ষ দল তাদের আটকাবে। ছুঁতে পারলেই হলো। ছুঁলে সে মারা যাবে। অর্থাৎ বাদ পড়বে। যে সীমানা পর্যন্ত যাবে সে বাঁচবে। যে গর্ত ছুঁয়ে থাকবে তাকে কিন্তু ছোঁয়া যাবে না। দৌড়ে যারা বাঁচবে তারা গোল্লার কাছে ফিরে আসবে। এরপর গোল্লা থেকে জোড়া পায়ে লাফ দেবে। সব লাফ মিলিয়ে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এভাবে পৌঁছাতে পারলে এক 'পাটি' হবে। না পারলে 'পাটি' হবে না। ছোঁয়ার দোষে সবাই বাদ পড়লে 'পাটি' হবে না। তখন বিপক্ষ দল দান পাবে। 'পাটি'র সংখ্যায় জয় পরাজয় ঠিক হয়। এ খেলায় কোনো রেফারি লাগে না। গোল্লাছুট নির্মল আনন্দের খেলা। অনেক দৌড়াতে হয়। দৌড়ে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক মহোদয় নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গোল্লাছুট খেলা ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কি না জেনে নেবেন। 'গোল্লা' কাকে বলে? গোল্লাছুট নামের কারণ কি? এ খেলায় কয়জন খেলোয়াড় লাগে? এ খেলায় কোনো রেফারি লাগে কি না? খেলার নিয়ম কীরূপ? ইত্যাদি প্রশ্ন করা যেতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ

মাঠে গিয়ে নিয়মিত খেলাধুলা করা অথবা খেলা দেখা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক মহোদয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অথবা মাঠে গিয়ে খেলা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ–৬

শিখনফল

৭.১.৩ পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

হাডুডু খেলার ছবি ।

হাডুডু

বিষয়বস্তু

হাডুডু

হাডুডু অতি পরিচিত খেলা। প্রিয় খেলাও। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ খেলা দেখা যায়। হাডুডু বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। এ খেলাটি সাফ গেমস–এ স্থান পেয়েছে। সাফ গেমস–এ এর নাম কাবাডি। হাডুডু দুই দলের খেলা। প্রত্যেক দলে আট দশ জন খেলোয়াড় থাকে। অল্প জায়গায় এ খেলা হতে পারে। চারদিকে চারটি লাইন দিয়ে খেলার ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। তারপর মাঝখানে একটি লাইন দেওয়া হয়। দুইদিকের ঘরে দুইদল দাঁড়াবে। প্রতি দলের খেলোয়াড় এক এক করে অন্য দলের সীমানায় ঢুকবে। ঢুকে একদমে 'ডুগ ডুগ' করবে। 'কাবাডি কাবাডি'–ও বলতে পারে। দম ফেলা চলবে না। অন্য দলের কাউকে ছুঁয়ে নিজের সীমানায় আসতে হবে। যাকে ছোঁবে সে মারা যাবে। অর্থাৎ বাদ পড়বে। এতে নিজের দল পয়েন্ট পাবে। কিন্তু অন্যের সীমানায় ধরা পড়লে নিজেই বাদ পড়বে। এমনিভাবে এক পক্ষ আর এক পক্ষের খেলোয়াড়কে মারতে বা বাদ দিতে চেষ্টা করবে। কতজন বাদ পড়ল তার ওপর খেলার জয় পরাজয় ঠিক হবে। এ খেলায় ছুঁয়ে বেরিয়ে আসার কৌশল জানতে হবে। প্রচুর দমও থাকতে হবে। এ খেলার অনেক সুবিধা। অল্প জায়গায় খেলা যায়। অনেক শরীরচর্চা হয়। শরীরচর্চায় স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের হাডুডু খেলা বিশেষভাবে বোঝাবেন। পাঠের বাইরেও তিনি হাডুডু খেলা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলবেন। তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং সম্ভব হলে খেলার মা ঠ শিক্ষার্থীদের খেলা দেখে তারা হাডুডু খেলা কতটা বুঝতে পেরেছে তা জেনে নেবেন। তিনি বুঝিয়ে বলবেন যে হাডুডু খেলাকেই ভারতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ কাবাডি বলে। তিনি আরও জানাবেন যে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান এই কয়টি দেশকে সার্কভুক্ত দেশ বলে। এই দেশগুলোর মধ্যে যে খেলা হয় তাকে সাফ গেমস বলে। সাফ গেমস–এ কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাডুডু খেলা যে খুব আনন্দদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর তা তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নিয়মিত হাডুডু খেলা দেখা বা খেলায় অংশগ্রহণ করা।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বা খেলার মাঠে গিয়ে খেলা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

অষ্টম অধ্যায়

দেশপ্রেম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ দেশকে ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে এবং দেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখনফল

৮.১.১ দেশকে যে ভালোবাসতে হয় তা বলতে পারবে।
৮.১.২ যারা দেশকে ভালোবাসে, তাদেরকে সবাই ভালোবাসে একথা বলতে পারবে।
৮.১.৩ নিজের দেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ বিভাজন : ১টি পাঠ

উপকরণ

কয়েকজন দেশপ্রেমিকের ছবি।

রানি রাসমণি

মাস্টারদা সূর্যসেন

বিষয়বস্তু

দেশকে ভালোবাসার নাম দেশপ্রেম। দেশপ্রেম না থাকলে দেশের উন্নতি হয় না। দেশ উন্নত না হলে আমাদেরও উন্নতি হবে না। দেশ আমাদের অনেক কিছু দেয়। দেশকেও আমাদের অনেক কিছু দিতে

হবে। সকল দেশপ্রেমিক ভালো মানুষ। যারা দেশকে ভালোবাসেন, তাদেরকে দেশপ্রেমিক বলা হয়। দেশের জন্য প্রয়োজন হলে তারা জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। যেমন– স্বামী বিবেকানন্দ, মাস্টারদা সূর্যসেন, রানি রাসমণি, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদেদার।এঁরা দেশকে ভালোবাসতেন। দেশের মানুষকেও ভালোবাসতেন। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য। দেশ মায়ের মতো। আমরা আমাদের মাকে যেমন ভালোবাসি, দেশকেও তেমন ভালোবাসব। আমরা দেশপ্রেমিক হব। দেশপ্রেম একটি নৈতিক গুণ। দেশপ্রেমে নৈতিক সাহস বৃদ্ধি পায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গল্প, ইতিহাস ও উদাহরণের মাধ্যমে দেশপ্রেমিকের সম্বন্ধে বলবেন। দেশপ্রেমিকগণ কীভাবে দেশকে ভালোবাসেন, কীভাবে তাঁরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন তা শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝাবেন। বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তির জীবন কাহিনী শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন। এ সমস্ত মহৎ ব্যক্তির জন্য দেশ ও দেশের জনগণ কী করেছে শিক্ষক তার বর্ণনা দেবেন। এ কথা শুনে শিক্ষার্থীরা দেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ হবে।

পরিকল্পিত কাজ

কয়েকজন দেশপ্রেমিকের ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তাদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা যাচাই করবেন। তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন তাদের কী বলে?
(খ) দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?
(গ) কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নাম বল?

নবম অধ্যায়

মন্দির

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ কয়েকটি মন্দিরের নাম বলতে পারবে এবং মন্দিরে যেতে আগ্রহী হবে।

শিখনফল

৯.১.১ মন্দির কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৯.১.২ কয়েকটি মন্দিরের নাম বলতে পারবে।
৯.১.৩ মন্দিরে যেতে আগ্রহী হবে।

পাঠ বিভাজন : ২টি পাঠ

পাঠ –১

শিখনফল

৯.১.১ মন্দির কাকে বলে তা বলতে পারবে।

উপকরণ : বিভিন্ন মন্দিরের ছবি।

ঢাকেশ্বরী মন্দির

বিষয়বস্তু

মন্দির পবিত্র স্থান। মন্দিরে পূজার্চনা হয়। মন্দিরে দেবতার প্রতিমা থাকে। দেবতার নামে মন্দিরের নাম হয়। যেমন–শিবমন্দির, কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, দুর্গামন্দির ইত্যাদি। শিবমন্দিরে থাকে শিবের প্রতিমা। কালীমন্দিরে থাকে কালীর প্রতিমা। বিষ্ণুমন্দিরে থাকে বিষ্ণুপ্রতিমা। দূর্গামন্দিরে থাকে দুর্গাপ্রতিমা। কোনও স্থানের নামেও মন্দিরের নাম হতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রথমে মন্দিরের ধারণা দেবেন। ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি বিষয়টির অবতারণা করতে পারেন। যেমন, দেব–দেবীর মূর্তি কোথায় থাকে? সেখানে গিয়ে আমরা কী করি? শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক বলবেন যে, "যেখানে দেব–দেবীর প্রতিমা থাকে, মানুষ নিয়মিত পূজার্চনা করে, নিজের এবং অপরের জন্য প্রার্থনা করে তাকে মন্দির বলে।" তিনি আরও বলবেন যে, মন্দির হলো পবিত্র স্থান। তিনি বিভিন্ন দেবতার নাম অনুসারে মন্দিরের নাম বলবেন। যেমন–কালী মন্দির, শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, দুর্গামন্দির ইত্যাদি।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থী শিক্ষক বা অভিভাবকের সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে যাবে এবং বিভিন্ন মন্দিরের ছবি বা ফটো সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পাঠদান কতটুকু আয়ত্ত করতে পারল তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন

(ক) মন্দির কাকে বলে?
(খ) মন্দিরে কী থাকে?
(গ) কীভাবে মন্দিরের নাম হয়?

পাঠ–২

শিখনফল

৯.১.২ কয়েকটি মন্দিরের নাম বলতে পারবে।
৯.১.৩ মন্দিরে যেতে আগ্রহী হবে।

উপকরণ

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ছবি ও অন্যান্য মন্দিরের ছবি।

কান্তজি মন্দির

বিষয়বস্তু

মন্দিরে গেলে মন ভালো হয়। ভক্তরা মন্দিরে যায়। দেবতার কাছে প্রার্থনা করে। মঙ্গল কামনা করে। আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। মন্দিরে গেলে মনে ভক্তিভাব আসে। আমরা নিয়মিত মন্দিরে যাব। মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করব। আমাদের দেশে অনেক মন্দির আছে। দেশের বাইরেও অনেক মন্দির আছে। ঢাকায় আছে ঢাকেশ্বরী মন্দির। দিনাজপুরে আছে কান্তজি মন্দির। ভারতের পুরীতে আছে জগন্নাথ মন্দির।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মন্দিরে যেতে উৎসাহিত করবেন। সম্ভব হলে তিনি নিকটস্থ বা দূরের কোনো মন্দিরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাবেন। মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে কোনো মন্দিরের ছবি দেখিয়ে বা বোর্ডে ছবি এঁকে অথবা মাল্টিমিডিয়া সাহায্যে মন্দিরের ধারণা দিতে পারেন। দেখে দেখে শিক্ষার্থীদের মন্দিরের ছবি আঁকার কথা বলা যেতে পারে। আলোচনার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন–

(ক) ভক্তরা কোথায় যায়? – মন্দিরে
(খ) ঢাকেশ্বরী মন্দির কোথায়? – ঢাকায়
(গ) জগন্নাথ মন্দির কোথায়? – পুরীতে

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থী শিক্ষক বা অভিভাবকের সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে যাবে এবং বিভিন্ন মন্দিরের ছবি বা ফটো সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

মন্দির, মন্দিরে যাওয়া, প্রার্থনা করা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আগ্রহ লক্ষ করে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ হতে পারে।

(ক) মন্দির কীরূপ স্থান?
(খ) তুমি কি কোনো মন্দিরে গিয়েছ?
(গ) মন্দিরে যেতে তোমার কেমন লাগে?
(ঘ) তিনটি মন্দিরের নাম বল?
(ঙ) দেবতার প্রতিমা কোথায় থাকে?
(চ) তোমার বাড়িতে/গ্রামে/পাড়ায়/মহল্লায় কি কোনো মন্দির আছে ?– ইত্যাদি।

সমাপ্ত